গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৫ - ৫ জানুয়ারি, ২০০৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎ মাশুল ঃ সিপিএম-এর অপপ্রচারের জবাবে

বিদ্যুৎগ্রাহকদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে সিপিআই(এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। 'অ্যাবেকা'র বিরুদ্ধে ঐ প্রচারপত্রে 'অপপ্রচার ও প্রকৃত তথ্যে'র নামে কতকগুলি বিষয় অবতারণা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে — (১) ২৭ অক্টোবর বিক্ষোভের নামে সল্টলেক বিদ্যুৎভবনে ভাঙচুর ও কর্মরত বিদ্যুৎকর্মীদের মারধর করা হয়েছে ; (২) বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি হয়েছে, মুনাফা বৃদ্ধি ঘটেনি; (৩) সি ই এস সি এলাকায় মাশুল প্রত্যক্ষভাবে কমেছে; (৪) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 'লোকদীপ' প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ শতাংশ কম দামে গরিবদের বিদ্যুৎ দিচ্ছে; (৫) ফিক্সড্ চার্জ নিলেও ক্ষুদ্রশিল্পে পশ্চিমবঙ্গেই মাশুল সব থেকে কম রয়েছে; (৬) মাশুল বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে ছোট গৃহস্থরা বিদ্যুৎ সংযোগ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে বলে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে; (৭) যে রাজ্যে ভূমিসংস্কার হয়নি সেখানে কৃষিতে ভর্তুকির কথা বলার অর্থ জোতদারদের সাহায্য করা; (৮) পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে বিদ্যুতের মাশুল ১১২ পয়সা ও ৯৭ পয়সা ইউনিট; (৯) বিদ্যুৎ মাশুল রাজ্য সরকার স্থির করে না; (১০) বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বিরুদ্ধে 'বামফ্রন্ট' আন্দোলন করছে; (১১) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হচ্ছে না ইত্যাদি।

এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ প্রচারপত্রে জনগণকে অ্যাবেকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরকারি অপপ্রচারের বিরুদ্ধে অ্যাবেকা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সরকারি মিথ্যাচার উদ্‌ঘাটিত করে জনগণের উদ্দেশে এক আবেদনপত্র প্রচার করেছে, যাতে বলা হয়েছে —আগে থেকে চিঠি দিয়ে পুলিশ ও বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে ২৭ অক্টোবরের কর্মসূচি জানানো হয়েছিল। ঐদিন কয়েক হাজার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের মিছিল বিদ্যুৎভবনের গেটের সামনে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। পরে কয়েকশ' পুলিশ লাঠি-গুলি-কাঁদানে গ্যাস-ইট-পাথর নিয়ে বিদ্যুৎভবনের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী যে নৃশংস, হিংস্র, পাশবিক তাণ্ডব চালিয়েছে — যে আক্রমণ থেকে নারী, ৮০ বছরের বৃদ্ধ, বাসযাত্রী, পথচারী কেউ রেহাই পাননি; যে আক্রমণে সহস্রাধিক মানুষ আহত, ২ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আজও মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন, প্রায় ৩০০ জন গুরুতর আহত ; যে আক্রমণের কিছুটা দেখেই সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো পর্যন্ত গুরগাঁও-এর নৃশংস ঘটনার সাথে তুলনা করতে বাধ্য হয়েছে; যা দেখে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন জেলখানায় ছুটে গিয়েছেন আহতদের দেখতে, বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী লিখিত প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন ; যে পাশবিকতা পশ্চিমবঙ্গের বিবেককে নাড়া দিয়েছে, যে হিংস্রতার বিরুদ্ধে বিচারপতি অবনীমোহন সিনহা, তপন সিংহ, মহাশ্বেতা দেবী, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শোভা সেন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন — সেই পাশবিকতার নিন্দা না করে সিপিএম নেতৃত্ব আন্দোলনকারীদেরই হামলাকারী বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। গুলি চালানো হয়নি বলে মিথ্যাপ্রচার ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও পুলিশের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাঁরা বলেছেন, কোনও তদন্ত হবে না। এটা কি স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ নয়? পুঁজিবাদী সমাজে পুলিশের হাতে অত্যাচারের ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং তাকে আড়াল করা কি কোনও বামপন্থীর কাজ?

সিপিএম নেতারা ভাল করেই জানেন, পর্ষদভবনের গেট থেকে কর্মচারীদের অফিসঘর অন্তত ২০০/৩০০ মিটার দূরে। যেখানে কোনও বিক্ষোভকারী পৌঁছাতেই পারেননি, সেখানে কর্মচারীরা কীভাবে মার খেতে পারেন? তাঁরা কি তাহলে অফিস ছেড়ে পুলিশের সাথে মিলে ইট-পাথর নিয়ে গ্রাহকদের আক্রমণ করেছিলেন? তাঁরা কি তাহলে সিপিএমের কুখ্যাত ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী? এঁরাই কি 'অ্যাবেকা'র সাধারণ সম্পাদককে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন? অথচ

তিনের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

রাজকোষ থেকে নির্বাচনী ব্যয় জুগিয়ে দুর্নীতি দূর করা যায় না

টাকার জোরে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা রোখার নাম করে রাজকোষ থেকে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনী খরচ জোগানোর যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন, আমাদের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে, যেখানে শাসকশ্রেণী দেশের রাজনীতির উপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে দুর্নীতির জন্ম দিয়ে চলেছে, সেখানে নিছক প্রশাসনিক বা ভাসাভাসা রাজনৈতিক পদক্ষেপের দ্বারা এই ভয়াবহ বিপদকে রোধ করার কথা বলা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেন, গোটা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির উপর অর্থবলের শ্বাসরোধী ফাঁস যেভাবে অতি দ্রুত এঁটে বসছে তাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিক্ষুব্ধ জনগণের চোখে ধুলো দেওয়াই এইসব কথা বলার আসল উদ্দেশ্য।

জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র শক্তিশালী গণআন্দোলনই ক্রমবর্ধমান এই বিপদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলির পিছনে এইভাবে জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি তহবিলের বিপুল অপচয় বন্ধ করতে তিনি এই ধরনের প্রতারণামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ—ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি

সরকারি সাহায্যহীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্যাপিটেশন ফি ও বিপুল বেতন প্রত্যাহার এবং কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে ভর্তির দাবির পক্ষে জোরালো জনমতকে উপেক্ষা করে ২৩ ডিসেম্বর, লোকসভায় যে আসন সংরক্ষণ বিল পাশ করা হয়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন — উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচনের উদগ্র বাসনা থেকে সরকার যে এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জনগণকে লুঠ করার অবাধ ক্ষমতা দিচ্ছে, সেদিক থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভেদমূলক পদক্ষেপের আশ্রয় নিচ্ছে। তাই বিভিন্ন পাঠক্রমে মেধার নিরিখে যোগ্য ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার বদলে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি কোটার নামে পিছনের দরজা দিয়ে সরকারি কোটা ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনছে। এইভাবে সরকার একমাত্র মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ন্যায্য নীতিকে উড়িয়ে দিয়ে ছাত্রকোটার নামে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির দুষ্ট রাজনীতিকেই আরও পুষ্ট করতে চাইছে।

এই জনবিরোধী আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি করে কমরেড নীহার মুখার্জী সংশ্লিষ্ট সকলকে এই প্রতারণামূলক জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

কল সেন্টারের মহিলা কর্মীর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ

বাঙ্গালোরে হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানির মহিলাকর্মী প্রতিভা রাতের শিফটে অফিসের গাড়িতে করে কাজে যাওয়ার সময় নৃশংসভাবে খুন হন। এর প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর বাঙ্গালোরের মাইশোর সার্কেলে এম এস এস এবং ডি ওয়াই ও'র ডাকে জনাকীর্ণ প্রতিবাদ সভা

উচ্চশিক্ষায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে

এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প ও কৃষিতে বিদেশি পুঁজির লুণ্ঠনের সুযোগ দানের পর উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও বিদেশি পুঁজিকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। কারণ হিসাবে তিনি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বাজেটের স্বল্পতার কথা স্বীকার করেছেন।

কংগ্রেস শাসনের সময় এ রাজ্যে বামপন্থীদের স্লোগান ছিল, 'পুলিশ বাজেট কমাও, শিক্ষা বাজেট বাড়াও।' বর্তমানে রাজ্য সরকার পুলিশ বাজেট বহুগুণ বাড়িয়ে শিক্ষায় সামান্য অর্থ বরাদ্দ করছে এবং এই অজুহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের এই ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও প্রভাব কায়েম করাচ্ছে।

আমরা এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের প্রত্যাহার দাবি করছি এবং দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও জনগণকে এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় কমিটিতে পরিবর্তন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় জেনারেল কাউন্সিলের গত ২৭ নভেম্বর '০৫ অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের পদাধিকারীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি হিসাবে কমরেড অনিল সেনের পরিবর্তে এখন থেকে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী কাজ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক রূপে কমরেড তাপস দত্তের পরিবর্তে কাজ করবেন কমরেড শঙ্কর সাহা। সংগঠনের তহবিলের দেখাশোনাও কমরেড শঙ্কর সাহাই করবেন।

হকার উচ্ছেদ রুখতে কোলাঘাটে অবস্থান ও ডেপুটেশন

কোলাঘাট রেল স্টেশন চত্বরে কোলাঘাট স্টেশন রোড ও শরৎ সেতু এরিয়া বাজার কমিটির পক্ষ থেকে রেলের জায়গায় দোকানদারদের পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ না করার এবং জাতীয় হকারনীতি মেনে দোকানদারদের লিজ বা ভাড়া দেওয়ার দাবিতে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে অবস্থান ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই ও তীব্র বেকারত্বের এই যুগে যখন কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কোলাঘাট রেল স্টেশন এলাকার অব্যবহৃত জায়গায় ২০-২৫ বছর ধরে ছোট ছোট দোকান করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করছে, তখন রেলের পক্ষ থেকে বারবারই তাদের উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় হকার নীতিতে বলা হয়েছে পুনর্বাসন ছাড়া কোন দোকান উচ্ছেদ করা যাবে না। তা সত্ত্বেও রেল প্রশাসন অহেতুক এই উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে। এর প্রতিবাদে গত ১৬ ডিসেম্বর কোলাঘাটে শহীদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত অবস্থানে হকার আন্দোলনের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শঙ্কর দাস, সহ সভাপতি অমল মাইতি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার সমিতির সভাপতি শিশির ঘোষ, এস ইউ সি আই-এর পক্ষে কমরেড শঙ্কর হালদার, কংগ্রেসের পক্ষে মহাদেব সেনগুপ্ত, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পক্ষে অরূপ আচার্য, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে জগদীশ প্রসাদ গৌড়ী ও স্থানীয় বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরী। এছাড়া সাঁতরাগাছি, মাদপুর, ঘোড়াঘাটা সহ কয়েকটি স্টেশনের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। অবস্থান মঞ্চ থেকে স্থানীয় আই ও ডব্লু-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উচ্ছেদ করা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন উদ্যোক্তা কমিটির সম্পাদক শীতল মাইতি।

এই অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সাঁতরাগাছি, দাশনগর, রামরাজাতলা স্টেশনে ১ ঘণ্টা রেল অবরোধ করা হয়। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি এবং দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে দোকানদার সমিতির সভাপতি শিশির ঘোষ।

স্টেশন ম্যানেজারকে ঘেরাও করল বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

কৃষি-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজীবী মানুষদের সঙ্কট আজ তীব্র। এই অবস্থায় গত ১৪ ডিসেম্বর হঠাৎ করে গোপালনগর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের স্টেশন ম্যানেজার সমস্ত কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের লাইন কেটে দেয়। সামনে চাষ, এই সময়ে লাইন কাটাকে কেন্দ্র করে কৃষিগ্রাহকরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরের দিন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোলাঘাট শাখার পক্ষ থেকে গোপালনগরের স্টেশন ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হয়। চার ঘণ্টা ঘেরাও করার পর ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কোলাঘাট শাখার সভাপতি জয়মোহন পাল ও সম্পাদক শঙ্কর মালাকার।

কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হাবড়া ব্লক সম্মেলন

গত ১১ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বাণীপুর জনতা হলে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হাবড়া ব্লক ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষক ও খেতমজুর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হাবড়া থানা সম্পাদক কমরেড পতিত পাবন মণ্ডল সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং সংগঠনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কৃষি বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে তীব্রতর করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক অনুকূল ভদ্র বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্মেলন থেকে কালিদাস দেবনাথকে সভাপতি এবং উৎপল সিনহাকে সম্পাদক করে ৪২ জনের শক্তিশালী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হাবড়া ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

শহীদমাতা গয়েশ্বরী দেবী প্রয়াত

"আমার এক মাধাই গেছে, হাজার মাধাই আছে" — এই গভীর উপলব্ধি সরল ভাষায় যিনি বলেছিলেন সেই শহীদ মাধাই হালদারের মা, শহীদমাতা গয়েশ্বরী দেবী আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর জীবনাবসানে দলের অগণিত বিপ্লবী কর্মী এবং সংগ্রামী ছাত্রযুবক মাতৃহারা হয়েছে। সকল সংগ্রামী কর্মীর মধ্যে নিজের সন্তানকে খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের মা।

গত ৮ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অখ্যাত গ্রামের নিরক্ষর গয়েশ্বরী দেবী দেশের ইতিহাসে সুবিদিত মহীয়সী সংগ্রামী নারীদের অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩১শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অন্যায় অযৌক্তিক বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে ডাকা আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে বুলেট বিদ্ধ হয়ে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন কিশোর মাধাই হালদার। আরও ৩২ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলেন। দাবানলের মত এই নৃশংস ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পাশেই মিটিং করছিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর নেতা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, — পুলিশ কানে কানে সেই সংবাদ জানানো মাত্র তাঁর প্রতিক্রিয়া — 'ঠিকই করেছে পুলিশ, নিরামিষ আন্দোলনকে একটু আমিষ করা হল।' এ যেন ইতিহাসের ঘৃণিত কোন স্বৈরাচারী শাসকের চেনা কণ্ঠস্বর। শহীদ কমরেডের গ্রাম থেকে আসা বহু সহকর্মী তখন পুলিশের লাঠি-গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালের বাইরেই বিনা চিকিৎসায় কাতরাচ্ছিলেন। সাংবাদিকরাই প্রথম কিশোর শহীদের গ্রাম রাধাকান্তপুরের বাড়িতে এই মর্মান্তিক সংবাদ পৌঁছে দেন শহীদের মা গয়েশ্বরী দেবীর কাছে। কোন হা-হুতাশ নয়! সাংবাদিকদের কাছে — তাঁর অশক্ত শরীরটি ঋজু করে দাঁড়িয়ে যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন শহীদমাতা, তা ইতিহাসের পাতায় সংগ্রামী মানুষের কাছে জীবন্ত অনুপ্রেরণার বার্তা হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। বলেছিলেন, "আমার এক মাধাই গেছে, হাজার মাধাই আছে। তারাই আমার সন্তান।" অবাক হয়ে যান সাংবাদিকরা। সেদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

জয়নগর দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে চিকিৎসাধীন শহীদমাতার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ছুটে আসেন। প্রয়াতা কমরেড গয়েশ্বরী দেবীর মরদেহে মাল্যার্পণ করেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও বিশিষ্ট জননেতা বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

১৬ ডিসেম্বর রাধাকান্তপুর অঞ্চলের মানুষ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আটেশ্বরতলায় এক স্মরণসভার আয়োজন করে। দলের জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড সেলিম শা শহীদমাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন দলের বর্ষীয়ান নেতা কমরেড প্রীতীশ কর। রাধাকান্তপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গুণসিন্ধু হালদারও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও মহিলাসহ শত শত মানুষ স্মরণসভায় সমবেত হন।

মদের লাইসেন্সের প্রতিবাদে হাওড়ায় যুব সম্মেলন

ঢালাও মদের লাইসেন্স, অনলাইন লটারি, গণমাধ্যমে অপসংস্কৃতি প্রচার, ব্লু-ফিল্মের ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে যুব কমিটি গঠনের পর ১৭ ডিসেম্বর শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ আই ডি ওয়াই ও'র শ্যামপুর থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও'র হাওড়া জেলা সভাপতি ও সম্পাদক কমরেডস্ প্রদীপ মণ্ডল ও নিখিল বেরা। কমরেড সৌমেন্দ্র বেরাকে সভাপতি এবং কমরেড ভগীরথ মণ্ডলকে সম্পাদক করে শ্যামপুর থানা কমিটি গঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন

গত ১৯ ডিসেম্বর রাঁচীতে বিধানসভার সামনে বিরসা চকে বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন এক ধরনার আয়োজন করা হয়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে বহুজাতিক পুঁজিপতিদের শিল্প স্থাপনের নামে রাজ্য সরকার যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, তারই প্রতিবাদে এই ধরনা আয়োজিত হয়। এই ধরনাতে এস ইউ সি আই ছাড়া সিপিআই (এমএল), সমাজবাদী জনপরিষদ, জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনী ও জনবাদী চেতনামঞ্চও সামিল হয়েছিল। এস ইউ সি আই বহুদিন যাবৎ ঝাড়খণ্ডে এক তৃতীয় বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দলের সংগ্রামী জোট গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই পথ বেয়ে বর্তমানে ৫টি দলের এক সংগ্রামী জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জোটের পক্ষ থেকে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। এস ইউ সি আই-এর কমরেড অশোক সিং এই জোটের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে সিংভূম, সরাইকেল্লা, মরমওয়া ইত্যাদি অঞ্চলে চাষীদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা নিজে গ্রামে গ্রামে সভা করে গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন শিল্পায়ন হলে তাদের কত উন্নতি হবে। এস ইউ সি আই সহ ৫টি সংগঠনের এই জোট সম্মিলিতভাবে গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের পথ বেয়েই ১৯ ডিসেম্বর এই ধরনা আয়োজিত হয়। ধরনাতে বক্তব্য রাখেন কমরেড অশোক সিং, অমিত রায়, মোহন সিং ও রাজেশ রঞ্জন।

সিপিএম-এর অপপ্রচারের জবাব

একের পাতার পর

পর্ষদ ভবনের ভিতরে কর্মরত অধিকাংশ কর্মচারীই সেদিন ঐ পুলিশি বর্বরতার নিন্দা করেছেন, আহত বন্দীদের শুশ্রূষা করেছেন। অ্যাবেকা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয়ত, অ্যাবেকা বলেছে পশ্চিমবঙ্গে এখনও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় মাত্র ৫ শতাংশ এবং কেনই বা উন্নত দেশের ফেলে দেওয়া, পরিবেশ দূষণকারী কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছে — তার উত্তর দেওয়ার দায় তো সিপিএম সরকারেরই। তৃতীয়ত, সিপিএম নেতারা বলেছেন যে, সিইএসসি-তে মাশুল কমেছে প্রত্যক্ষভাবে। উৎপাদন ও ক্টন খরচ যদি না কমে, অথবা মুনাফা না কমে, তাহলে সিইএসসি-র মাশুল কমে কী করে? তাছাড়া নিয়ন্ত্রণ কমিশন সি ই এস সি এবং পর্ষদের 'রিজনেব্‌ল রিটার্ন' বা মুনাফা কমিয়েও দেয়নি। তাহলে সি ই এস সি খরচ না কমিয়ে কম দামে বিদ্যুৎ দিচ্ছে কীভাবে ? তাহলে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে সি ই এস সি-র cost of supply বা উৎপাদন-বণ্টন খরচ কমেছে বলেই গড় মাশুল কমেছে। ২০০৪-০৫ সালে সি ই এস সি ১৬১ কোটি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ৩৮ কোটি টাকা লাভ করেছে (আনন্দবাজার, ১২.১১.০৪ ও ৩০.৪.০৫)। বিদ্যুৎ পর্ষদ বার্তায় বলা হয়েছে ২০০৪-০৫ সালে অপারেটিং সারপ্লাস হয়েছে ২৮০ কোটি টাকা — যাকে সিপিএম নেতারাও অস্বীকার করতে না পেরে বলেছেন, 'একটু ভাল অবস্থা।' এছাড়াও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ অনুযায়ী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সিপিএম সরকার ইতিমধ্যে দু'টি কোম্পানিতে পরিণত করেছে এবং কমিশনকে দিয়ে দু'টি কোম্পানির নামে ১৪% ও ১৫% করে এবং সি ই এস সি'র ক্ষেত্রে ১৫% রিজনেবল রিটার্নের নামে বকলমে মুনাফা করার ব্যবস্থা করেছে।

চতুর্থত, লোকদীপ ও জহরজ্যোতি প্রকল্পের সাথে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার যে নির্দেশিকা রয়েছে এবং তা যে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই কার্যকর হয়নি — সিপিএম নেতারা তা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রথম কথা হল লোকদীপ ও জহরজ্যোতি প্রকল্প সারা ভারতেই চালু রয়েছে, তার সাথে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৩৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে সেখানে লোকদীপ ও জহরজ্যোতির আওতায় কতজন রয়েছে জানাবেন কি? বোধহয় ২ শতাংশও হবে না। আবার এইসব গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এবছর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা মাসে ২৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ করবেন তাঁদের গৃহস্থ গ্রাহকদের তালিকা অনুযায়ী মাশুল দিতে হবে।

পঞ্চমত, ঐ প্রচারপত্রে তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গেই বিদ্যুৎ মাশুল কম রয়েছে। তাঁদের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এমন একটি রাজ্যকে (ওড়িশা) উদাহরণ হিসাবে তাঁরা তুলে ধরেছেন, যে রাজ্যে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণ সব থেকে আগে এবং দ্রুততার সাথে কার্যকর করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রবক্তারা এই ওড়িশা রাজ্যকে মডেল হিসাবে দেখাচ্ছে, সিপিএম নেতারাও তাই করছেন! সাবাস ! এখানেও রয়েছে তথ্যের কারচুপি। দেখানো হয়েছে শিল্পের ৫০০ ইউনিটে পশ্চিমবঙ্গে ওড়িশার তুলনায় মাশুল কম রয়েছে। আপনারা ভাল করেই জানেন যে, ক্ষুদ্রশিল্পের মাত্র ৫০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের তালিকাটিই তাঁরা তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্র শিল্পের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই ৫০০ ইউনিটের গ্রাহক। বেশিরভাগ হল ১ হাজার থেকে ৩ হাজার ইউনিট ব্যবহারকারী। ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহক বলতে বোঝায় ১ - ৩৫০০ ইউনিট। নেতারা বাকিদের মাশুল তালিকা প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছেন। কয়েকটি রাজ্যের গড় মাশুলের তালিকা তুলে ধরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ রাজ্যে মাশুল কম রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, ক্ষুদ্রশিল্পে ইউনিটভিত্তিক তালিকা আর রাজ্যগুলির গড় মাশুল তালিকা দেখানো হচ্ছে কেন? সব রাজ্যের সবস্তরের গ্রাহকদের দেয় মূল্যতালিকা তাঁরা প্রকাশ করেননি কেন ? কারণ, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, সেই তালিকা প্রকাশ পেলে সিপিএম নেতাদের মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। দেখা যাবে কীভাবে আক্রান্ত হয়েছে এ রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গ্রাহকেরা।

ষষ্ঠত, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ফলে গৃহস্থ গ্রাহকদের নাভিশ্বাস ওঠা অবস্থার কথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সিপিএম নেতারা বলেছেন, প্রতি বছরেই গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু একথা কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন যে, মাশুল বেড়ে যাওয়ার ফলে ১০ হাজারের বেশি কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছেন ! নিজেদের দলের গৃহস্থ গরিব-মধ্যবিত্ত গ্রাহকদের চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা জানতে পারবেন যে, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির ফাঁসে তাঁরাও হাঁসফাঁস করছেন কিনা। এভাবে চলতে থাকলে তাঁরাও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবছেন কিনা।

সপ্তমত, সিপিএম নেতারা বলেছেন, যেসব রাজ্যে ভূমিসংস্কার হয়নি সেখানে ভর্তুকি দেওয়ার অর্থ ধনীচাষী-জোতদারদের সাহায্য করা, পশ্চিমবঙ্গেও কৃষিতে কমদামে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ভূমিসংস্কার যেসব রাজ্যে হয়নি সেখানেও ক্ষুদ্র কৃষককে কম দামে বিদ্যুৎ দিলে অথবা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিলে, তার সুবিধা গরিব কৃষকরাও পেয়ে থাকে। তাছাড়া যে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার হয়েছে বলে ঐ নেতারা প্রচারপত্রে উল্লেখ করেছেন, অ্যাবেকা সেখানেই ক্ষুদ্র কৃষককে বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে — মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাবে নয়। সিপিএম নেতারা ভাল করেই জানেন, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে এখনও আড়াই একর জমিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, বাকিদের ক্ষেত্রে ২০ পয়সা ইউনিট। পাঞ্জাবেও বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের চাপে সেখানে কিছুদিন আগে ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে ২৫ পয়সা ইউনিট হয়েছে। গুজরাটে ৫০ পয়সা, হরিয়ানায় ২৫ পয়সা, মহারাষ্ট্রে ১১০ পয়সা, রাজস্থানে ৯০ পয়সা, হিমাচল প্রদেশে ৫০ পয়সা, কেরালায় ৫০ পয়সা দরে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক বোরো চাষীদের জন্য আপনারা কী ব্যবস্থা করেছেন ? রাজ্য সরকার এইসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জলের ব্যবস্থা না করে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে এঁদেরই সব থেকে বেশি ক্ষতি করছেন না কি ? এই ক্ষুদ্র চাষী ও গ্রামীণ চাষীদের আজ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দিয়ে।

অষ্টমত, আপনারা ভালই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ কৃষকদের ক্ষেত্রে মিটার দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই, কিছু ডিপ টিউবওয়েল ছাড়া। ফলে ১১২ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আন্দোলনের চাপে পড়ে এখন যে 'টিওডি' মিটারের কথা পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সেটা কাদের জন্য? এই মিটার লাগানোর জন্য ৩০ হাজার টাকা কতজন কৃষক দিতে পারবে? নষ্ট হয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে ঐ নেতারা কি তা পাল্টে দেবেন? ঐ মিটারের মাসিক ভাড়া ৪০০ টাকা কীভাবে দেবে গরিব কৃষক? এই মিটারে দিনে দাম বেশি, রাতে কম। কৃষকরা কি তাহলে প্রত্যহ রাত জেগে চাষ করবে? তাছাড়া প্রশ্নটা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। বর্তমানে ১০০% বর্ধিত বিলের কী হবে সে ব্যাপারে কোনও উত্তর ঐ প্রচারপত্রে নেই কেন?

নবমত, ঐ প্রচারপত্রে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ করে না, করে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। আক্ষরিক অর্থে একথা সত্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন রাজ্য সরকার মনোনীত একটি কমিশন। জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইনকে কার্যকর করলে যে গণবিক্ষোভ দেখা দেবে তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গদিসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো এই তথাকথিত কমিশন নামক শিখণ্ডী তৈরি করেছে। এই কমিশনের কাছে মাশুল কমানোর আর্জি জানালে কমিশন তা বাড়িয়ে দেবে, এমন কোনও ক্ষমতা কি কমিশনের আছে, বা এমন কোনও ঘটনা কি ঘটেছে? একথা অনস্বীকার্য যে, রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ মাশুল বৃদ্ধির দাবি জানানোর ফলেই সমস্ত স্তরে মাশুল বেড়েছে এবং বেড়ে চলেছে। সিপিএম সরকার যদি সত্যিই এই মাশুলবৃদ্ধি জনস্বার্থবিরোধী কৃষকস্বার্থবিরোধী বলে মনে করে, তাহলে তারা বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ নং ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল তালিকা বাতিল করে দিতে পারে। বলতে পারে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সিপিএম নেতারা

সাতের পাতায় দেখুন

কৃষি বিদ্যুতের মাশুল কোন রাজ্যে কত

রাজ্য	কৃষি (ইউনিট)
অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৫ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় অন্যান্যদের ২০ পয়সা
তামিলনাড়ু	২.৫ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় অন্যান্যদের ২০ পয়সা
পাঞ্জাব	২৫ পয়সা
হরিয়ানা	৫০ পয়সা
গুজরাট	৫০ পয়সা
মহারাষ্ট্র	১১০ পয়সা
রাজস্থান	৯০ পয়সা
হিমাচল প্রদেশ	৫০ পয়সা
কর্নাটক	৪০ পয়সা
দিল্লি	১২৫ পয়সা
ওড়িশা	১১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গ	১০,৯০০ টাকা বার্ষিক (ইউনিট প্রতি প্রায় ৩৫০ পয়সা) (১৯৯১-৯২ সালে ১১০৪ টাকা)

(সূত্র ঃ অ্যাবেকা বুলেটিন, ২২-১২-০৫)

বিদ্যুৎগ্রাহকদের অনশনে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ও বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের সমর্থনে রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা জনগণের উদ্দেশে এক আবেদনে বলেছেন —

গত ২৭ অক্টোবর '০৫ বিদ্যুৎগ্রাহক বিশেষত কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনার জন্য মিছিল করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সেই নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে লাঠি, টিয়ারগ্যাস এবং গুলি চালানো হয়েছে তা বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা মনে করি এই ঘটনা কোন অংশেই গুরগাঁও-এর ঘটনা থেকে কম নয়। গুরগাঁও-এ গুলি চলেনি, এখানে গুলি চালানো হয়েছে এবং গুলিতে ২ জন আহত হয়েছে, যারা এখনও চিকিৎসাধীন।

আমরা জানতে পেরেছি যে, আগে থেকে চিঠি দিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশনের কথা জানানো হয়েছিল এবং পুলিশকেও জানানো হয়েছিল। একথাও জানা গিয়েছে যে পর্ষদ ভবনে আগে থেকেই পুলিশ মোতায়েন ছিল এবং গ্রাহকদের মিছিলের সাথেও পুলিশ ছিল। তাহলে কীভাবে এই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারল? বাস থেকে নামিয়ে যাত্রী-পথচারী-নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে যে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছে, রক্তাক্ত করা হয়েছে এবং ৩০৭ ধারার (হত্যার চেষ্টা) মিথ্যা মামলায় ১৫ দিন ৫২ জন বিক্ষোভকারীকে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে, আমরা নিশ্চিত যে তার দ্বারা মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কার নির্দেশে এবং কোন্ কারণে এই নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়েছে তা জনসমক্ষে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বর্বরোচিত আক্রমণ আর পশ্চিমবঙ্গে যাতে না হতে পারে তার জন্য অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী অফিসারদের কঠোর শাস্তি দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বিশিষ্ট নাগরিকরা প্রতিবাদ জানানোর পরেও সরকার পুলিশের এই হিংস্র আক্রমণের কোন তদন্তের ব্যবস্থা করেনি। এমনকী সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যুৎগ্রাহক তথা কৃষিগ্রাহকদের বর্ধিত মাশুলের সমস্যা সমাধানের জন্য এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর ফলে বোরো চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। আমরা সরকারের এই মানসিকতার নিন্দা করছি। আমরা জানতে পেরেছি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎগ্রাহকেরা বিশেষত কৃষি গ্রাহকেরা উপায়ান্তরহীন হয়ে আগামী ৩ জানুয়ারী থেকে কলকাতায় আমরণ অনশন শুরু করতে চলেছে। আমরা রাজ্য সরকারকে পুনরায় সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবার জন্য এবং সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষকে এই আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করছি।

নিবেদক ঃ—

বিচারপতি অবনীমোহন সিংহ, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, তাপস সেন, প্রতিভা বসু, অধ্যাপক সুজয় বসু, ডঃ তারকমোহন দাস, ডঃ মহাদেব দত্ত, ডাঃ সুবীর কুমার দত্ত, চির দত্ত, মানিক মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অমিতাভ চৌধুরী, মমতা শঙ্কর, সুমিত্রা সেন, মানস ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, পি সি সরকার (জুনিয়ার), নবনীতা দেবসেন, ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মিশ্র, সুকুমার সমাজপতি, অধ্যাপক সুনীল কর, শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ, প্রদ্যুম্ন সিন্‌হা, ডাঃ এম কে পাণ্ডা, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, সাধনা সরকার, সুজাত ভদ্র, শুভময় চ্যাটার্জী, শ্রাবণী সেন, রাজু মুখার্জী, অধ্যাপক জয়মোহন পাল, প্রীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বীরেন্দ্র ব্যানার্জী, তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ সাহু, অমল ভক্ত, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সরোজ বসু, চন্দ্রোদয় ঘোষ, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, অধ্যাপক সুভাষ মিত্র, ডাঃ সৌমেন্দ্র দত্ত, নন্দলাল চৌবে, পার্থ গোস্বামী, বনবিহারী মুখার্জী, অশ্বিনী সেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব মার্কসবাদের অপরাজেয়তাকেই প্রমাণ করেছে

২৫ নভেম্বর কমরেড নীহার মুখার্জীর ভাষণ

[মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে গত ২৫ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পূর্ণাঙ্গ ভাষণ এখানে প্রকাশ করা হল]

আপনারা শুনেছেন যে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে আজ যেসমস্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, মহান নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে সেগুলি গভীরভাবে বিচারের জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সভা আহ্বান করেছে। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মূল ধারার মধ্যেই বর্তমানে আধুনিক শোধনবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও ক্রমবর্ধমান একটি প্রবণতা রূপে দেখা দেওয়ায় বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এদেশের ও অন্যান্য দেশের নানা ঘটনাবলীকে বিচারবিবেচনা করে বর্তমান অচলাবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার সঠিক পথ খুঁজে বের করার এবং নভেম্বর বিপ্লবের নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই দায়িত্বশীল কর্মী ও নেতারা এখানে সমবেত হয়েছেন। আমি দুঃখিত যে, সময় কম থাকায়, বিষয়টির উপর দীর্ঘ আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে রাখব।

আপনারা জানেন, আমরা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির তাদের অনিসরণীয় সঙ্কটের সমাধান করতে না পেরে দুনিয়াজোড়া নিজেদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে একতরফা দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে এবং সামরিক আগ্রাসন এবং অবৈধভাবে অন্য দেশ দখল করার পাশাপাশি নয়া উপনিবেশিক পথে লগ্নিপুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে এবং অন্য দেশে কোথাও পুতুল সরকার বসিয়ে, অথবা দুর্বল দেশের সরকারগুলিকে, তাদের হুকুম মানতে বাধ্য করে লুটপাট চালাচ্ছে। দুর্বল দেশগুলিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করছে, না হয় প্রবল সন্ত্রাস ও হামলার আশ্রয় নিচ্ছে। ভারতীয় পুঁজিবাদও ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মাধ্যমে ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং অপর দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল লুট করার জন্য লগ্নিপুঁজি রপ্তানি করছে। এই পথে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের ছোট হিস্যাদারে পরিণত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ফ্যাসিবাদ এখন প্রতিটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং এযুগের একজন অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেখিয়েছেন যে, ফ্যাসিবাদ মানে শুধুমাত্র নগ্ন মিলিটারি একনায়কত্ব নয়। একদিকে দমনপীড়ন ও অপরদিকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করা — এই দ্বৈত ও দ্বিমুখী চরিত্র রয়েছে ফ্যাসিবাদের। কোথাও তা ব্যক্তি একনায়কত্বের রূপ নেয়, কোথাও স্বৈরতান্ত্রিক মিলিটারি শাসন কায়েম করে, আবার কোন কোন দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে বর্বর শোষণ-জুলুম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভুয়া প্রগতিবাদী শ্লোগানের আড়াল নেয়। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীরই নগ্ন একনায়কতন্ত্র, ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে উদ্ভূত প্রতিবিপ্লবেরই একটা রূপ, সর্বহারা বিপ্লবকে আটকাতে পুঁজিবাদ আগাম ব্যবস্থা হিসাবে যা গ্রহণ করে। এই জন্যই ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন পড়ে দালালদের। নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়েছে, সংশোধনবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই ধরনের দালালদের বিরুদ্ধে লেনিন ও স্ট্যালিন, উভয়কেই লড়াই করতে হয়েছে। বস্তুত কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিই বর্তমানে ''ফ্যাসিবাদের শেষ অবলম্বন''। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি, যা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে প্রধান বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সর্বহারা বিপ্লবীদের অবশ্যই লড়তে হবে। ফলে সকল দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদেরই আজ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাগুলির আরও গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে নিজেদের আগের তুলনায় অনেক বেশি বলীয়ান করতে হবে এবং মানবজাতির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন- স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ থেকে শুরু করে কমরেড শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত সকল মহান সাম্যবাদী নেতাদের নির্দেশিত পথে এগিয়ে আসতে হবে।

আপনারা জানেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া খুবই উল্লসিত হয়েছে এবং সাম্যবাদকে অচল বলে অভিহিত করে তাকে মসীলিপ্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু সাম্যবাদী আদর্শ কি সত্যই অচল? আমরা কমিউনিস্ট হতে চেয়েছি কেন? এটা কি নিছক আমাদের একটা শখ? একথাটাই, মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে আমাদের সর্বপ্রথম বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী সমস্ত বিপ্লবে এক ধরনের শোষকের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষকরা ক্ষমতা দখল করেছে এবং জনগণ আগের মতোই, অথবা আরও নির্মম শোষণপীড়ণে পিষ্ট হয়েছে। এর বিপরীতে ১৯১৭ সালের সফল নভেম্বর বিপ্লব মানুষের দ্বারা মানুষের সকলপ্রকার শোষণের পুরোপুরি অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ইতিহাসে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাশিয়ার মতো ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদপদ একটি দেশে এই সফল বিপ্লব, লেনিনের কথায়, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটি ভেঙে দিয়ে বিশ্ববিপ্লবের দরজা খুলে দিয়েছিল।

রুশ বিপ্লবকে সফল করার জন্য লেনিনকে মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে তদানীন্তন রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি এবং সেখানকার মৌলিক সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল। এই মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতিই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। সদাপরিবর্তনশীল বস্তুজগতকে উপলব্ধি করার জন্য, তার বিকাশের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে অনুধাবন করার জন্য এবং তার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির উপর কী উপায়ে ক্রিয়া করলে বিশ্বকে পরিবর্তন করা যাবে, তার সন্ধান দেওয়ার জন্যই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে সংযোজিত, সংহত ও সাধারণীকৃত করে সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে। রাশিয়ার বিপ্লব সফল করার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে দরিদ্র কৃষক, ভূমিহীন চাষী এবং একটা ভাল সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি যে, অশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী প্রবল প্রতাপান্বিত জারের সাম্রাজ্য উৎখাত করতে সক্ষম হবে। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিন তাঁদের হাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপরাজেয় হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন, যার দ্বারা রাশিয়ার জটিল সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে বিচার করতে, বুঝতে এবং সমাধান করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লব সংগঠনের প্রক্রিয়ায় এবং শ্রমিক কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের স্রোতে টেনে আনতে গিয়ে লেনিন তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক — সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ অবদান রাখেন এবং পুরানো সমাজের অবশেষগুলি কীভাবে বিপ্লবের পথে বাধা রূপে কাজ করছে তা নির্দিষ্টভাবে দেখান। লেনিনই বলেছিলেন, শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের চিন্তা স্বতস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়না, তাকে নিয়ে যেতে হয়।

শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপন নিয়মে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে ওঠে না, কমিউনিস্ট আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করে না। এই চেতনা আসে বাইরে থেকে এবং সম্পূর্ণ পৃথক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। সঠিক মার্কসবাদী পদ্ধতিতে অত্যন্ত কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিককে কমিউনিজমের উন্নত আদর্শকে আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণেই মার্কস বলেছিলেন — ট্রেড ইউনিয়নকে কমিউনিজম শিক্ষার স্কুলে পরিণত করতে হবে। মার্কস স্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন যে, দুনিয়াকে পাল্টাতে হলে শ্রমিককে আগে নিজেকে পাল্টাতে হবে। সাথে সাথে, গরিব চাষী ও অন্যান্য অংশের মেহনতি মানুষকে পাল্টাবার চেষ্টা তাদের করতে হবে। কারণ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি সকল মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমনকী যেসমস্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসছেন, তাঁদেরও কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। এই কাজটিই করেছিলেন লেনিন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাধারণ তত্ত্বগুলিকে রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে তিনি সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী, সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ এবং শ্রমিক বিপ্লবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রশক্তি হিসাবে চাষীদের মহান সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যাতে তারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত এই অমোঘ হাতিয়ারটির দ্বারা নিজেদের বলীয়ান করে তুলতে পারে। বহু আগেই মার্কস বলেছিলেন — ''দর্শনের বাস্তব রূপায়ণের হাতিয়ার হল সর্বহারাশ্রেণী, তেমনি সর্বহারাশ্রেণীর আদর্শগত হাতিয়ার হল দর্শন।'' এমনকী শ্রমিকরা যদি নিরক্ষরও হয়, তাদেরও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দর্শন আয়ত্ত করতে অবশ্যই শেখাতে হবে এবং একমাত্র এটা করতে পারলেই, মার্কস যেমন বলেছিলেন — শ্রমিক মুক্তি অর্জন করতে এবং যথার্থ 'মানুষ' হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের মার্কসবাদী দর্শনের মর্মবস্তু দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার এই অবশ্যকরণীয় কাজটি লেনিন সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের উজ্জীবিত করে নভেম্বর বিপ্লবকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।

দেশের অভ্যন্তরে শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য লেনিনকে রাশিয়ার বাইরের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। আপনারা জানেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিশু সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরের প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিবিপ্লবীদের সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল। মার্কসবাদ অজেয় ও অভ্রান্ত — এই সত্যটিকে মহান নভেম্বর বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেখিয়েছিল — মার্কসবাদ সূত্রবাদ নয়, তা কর্মের পথনির্দেশ। অন্যান্য সমস্ত দর্শন যেখানে শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করেছে, সেখানে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি মানুষকে দিয়েছে দুনিয়াকে পাল্টাবার শক্তি।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই, বিপ্লবী আন্দোলন কোন সহজ কাজ নয়। এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া, যার পথে বহু আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই আছে। যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত করেছেন তাঁদের এ কথাটা বুঝতে হবে। প্রতিটি সমস্যার গভীরে ঢুকে বিপ্লবী সংগ্রামের আঁকাবাঁকা ধারার মধ্যে পথ করে নিতে হবে। দীর্ঘদিন আগেই মার্কস বলেছিলেন — কমিউনিস্টরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত, কারণ মানবজীবন, সমাজ ও বস্তুজগতের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী। কারণ প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি সমস্যা গভীরভাবে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধান করা, পথ খুঁজে বের করার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের উপলব্ধিতে তারা সমৃদ্ধ।

রাশিয়ার বুকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় লেনিন মার্কসবাদী পদ্ধতিতে তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছেছে — যার বিশেষত্ব হচ্ছে পণ্য রপ্তানির পরিবর্তে পুঁজি রপ্তানি। সেই কারণেই বর্তমান যুগকে তিনি 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। আমরা আজও লেনিন বর্ণিত সেই যুগেই রয়েছি, তাই আমরা প্রতিটি দেশের কমিউনিস্টরা নিজেদের যার যার দেশের গণ্ডির মধ্যে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের সেনাবাহিনীর অংশ হিসাবে বিবেচনা করি। বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে নিজ নিজ দেশে সর্বহারা বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে যে তিনটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত লেনিন দেখিয়ে গিয়েছেন তা হল — একটি সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, একটি সঠিক বিপ্লবী দল ও জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার বিপ্লবী উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য অংশের মেহনতি জনগণকে নিয়ে গঠিত সংগ্রামের একটি যুক্তফ্রন্ট যেমন করে সোভিয়েটগুলির মধ্য দিয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে লেনিন কেবল বিপ্লবের সঠিক রণনীতি বোঝাননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন — দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় আহরিত সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্যাস গ্রহণ করে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে প্রকৃতি, সমাজ এবং মানবজীবনের সকল সমস্যা, সমস্ত প্রশ্নের গভীর বিশ্লেষণ করতে পারে, সেগুলির মূল কোথায় তা দেখিয়ে সমস্যাগুলির মীমাংসা করতে পারে, এমন একটি জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ পরিমণ্ডলকেই লেনিন বিপ্লবী তত্ত্ব বলেছেন। বিপ্লবী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধির গুরুত্ব এইখানেই নিহিত।

দ্বিতীয়ত লেনিন দেখিয়েছেন — যেকোন ধরনের একটা রাজনৈতিক দল বিপ্লব সফল করতে পারে না। এজন্য চাই আদর্শগত ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রকৃত জ্ঞান মানেই তা সৃজনশীল

চারের পাতার পর

সংগঠনগতভাবে সুসংহত একটা সর্বহারা বিপ্লবী দল, যার বৈশিষ্ট্যটি শুধু দলের নেতাদের মধ্যে নয়, স্তরে স্তরে কর্মী-সংগঠকের মধ্যেও প্রতিফলিত হবে। সর্বহারা বিপ্লবী দল হল ক্যাডারভিত্তিক দল। এর অর্থ হল — ক্রমাগত আদর্শগত ও রাজনৈতিক মানকে উন্নত করে ও বিপ্লবী গুণাবলী অর্জন করার মধ্য দিয়ে ক্যাডাররা এমন দক্ষ সংগঠকে পরিণত হয়েছে যে, তারা নিজেরাই অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নীতি-নৈতিকতা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও বিচার করতে সক্ষম। তারা এটাও অবশ্যই জানে যে, প্রকৃত জ্ঞান বলতে কী বোঝায়। জ্ঞান মাত্রেই সৃজনশীল। কেউ জ্ঞান অর্জন করেছে মানেই সে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। কিছু কিছু লোক প্রায়শই বলে থাকেন, যদিও তাঁরা জ্ঞান অর্জন করেছেন, তবে তাঁরা তা সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। এটা ভুল ধারণা। মার্কসবাদের সাধারণ তত্ত্বগুলিকে রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছিলেন। পার্টি সংক্রান্ত ধারণাকে যেভাবে তিনি একটি পদ্ধতি আকারে সুসংবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট নীতির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন তা এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে রুশ বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট এই সমস্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে সংযোজিত ও আত্মস্থ করে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিপ্লবের বিশেষ রাজনৈতিক লাইনটি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বহারা পার্টি সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উপলব্ধিকে আরও সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ''ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে সারেন্ডার করতে হবে — এই চেতনা মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেতনা। আর যারা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সবসময় পার্টি এবং বিপ্লবের স্বার্থকে বড় বলে মনে করে এবং তার কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সেই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিস্ট — এইটেই ছিল এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান। কালিনিন-এর 'কমিউনিস্ট এডুকেশন' বইয়ে এটাকেই সত্যিকারের কমিউনিস্টের চেতনার উচ্চতর মান বলা হয়েছে।''

এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, কমিউনিস্ট চরিত্রের উপরোক্ত মানের ভিত্তিতেই রুশবিপ্লব ও চীনবিপ্লব সফল করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে তা আর যথেষ্ট নয়। ''...আজকের এই নতুন পরিস্থিতিতে এটা আর সত্যিকারের উঁচুদরের কমিউনিস্টের মান বা স্তর থাকতে পারে না। কারণ, দেখা যাচ্ছে, এ যুগে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার অধীনে বাস করেও ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যাপক আকারে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হচ্ছে।'' প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতিতে ''কমিউনিস্ট নৈতিকতার মান এ জায়গায় থাকলে প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ক্রমাগত প্রোলেটারিয়ান রাজনীতিকে বিপ্লবাত্মক উন্নততর পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার হাজার বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও ব্যক্তিবাদের ঝোঁক সমাজ অভ্যন্তরে থেকেই যাবে।''

সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস যেভাবে দেখিয়েছিলেন — ''গোটা শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের মিলন ঘটানো'' কিংবা ''বিপ্লব ও দলের স্বার্থকে সর্বোপরি স্থান দেওয়া'' — লেনিনীয় এই ধারণাকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ — ''শ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থকে পুরোপুরি বিলীন করার ধারণা'' তুলে ধরেন এবং দেখান — ''ব্যক্তিসম্পত্তির মানসিক জটিলতা'' অথবা ''বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়া'' থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হলে বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে দলের স্বার্থ পুরোপুরি বিলীন করা সম্ভব নয়। এবং যাঁরা আজ কমিউনিস্ট হতে চান, দলের বিপ্লবী নেতৃত্বে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সচেতন সংগ্রামের দ্বারাই একমাত্র এই মান তাঁদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। এই দিকটিকে আরও ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাইরের চেহারা ও মর্মবস্তু উভয় দিক দিয়েই মানবতাবাদী নীতিনৈতিকতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অনেক উন্নত হচ্ছে কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতা। তাঁর ভাষায় ''মানবসমাজের ইতিহাসে... সমাজপ্রগতির ধারায় মানবতাবাদের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা সর্বোচ্চ রূপ পেয়েছে তা নয়, মানবতাবাদের যেখানে শেষ, কমিউনিজমের সেখানে শুরু।'' এইভাবেই কমরেড ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন যে, ''পার্টির কোন না কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখে ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সাথে একাত্ম করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী কর্মীতে পরিণত হতে পারে।''

উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি ও নৈতিকতা অর্জন করার জন্য এ হল যৌনজীবন সহ জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়কে জড়িত করে একটা সর্বব্যাপক সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই হবে আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র প্রকৃতি। আদর্শগত সুদৃঢ় উপলব্ধি থেকে আমাদের আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হবে, সেটার দ্বারাই নিরক্ষর জনগণ, যদি তারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন নাও থাকে, আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এটা নভেম্বর বিপ্লবের একটি মূল্যবান শিক্ষা। বলশেভিক কমিউনিস্টরা উন্নত কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে রাশিয়ার শ্রমিক ও চাষীর ঘর থেকে শ্রেষ্ঠ ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল; শ্রমিক ও চাষীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ঐক্য স্থাপন করেছিল এবং সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আজ আমাদের সর্বাত্মক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে পুরোপুরি সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতির আরও উন্নত মান আয়ত্ত করতে হবে।

আমাদের দেশের দিকে যদি তাকান দেখবেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নাম দিয়ে যে পার্টিটা এখানে গড়ে উঠেছিল, যা এখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, পার্টি গঠনের এই আবশ্যিক দিকগুলি, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও তার ভিত্তিতে মূল রাজনৈতিক লাইন গড়ে তোলার জন্য ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিগুলিকে সুনির্দিষ্ট ও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ এবং সর্বোপরি, সর্বহারা সংস্কৃতি ও নৈতিকতার মর্মবস্তুকে আয়ত্ত করতে পারেনি। আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকেরই মার্কসীয় ধ্রুপদী রচনাগুলি কণ্ঠস্থ ছিল, পাণ্ডিত্যও ছিল অনেক, বহু ত্যাগও তাঁদের ছিল, তাঁরা পারিবারিক সম্পত্তি পার্টিকে দান করেছিলেন, এমনকী পার্টির জন্য জীবনও দিয়েছিলেন। ভাল প্রবন্ধ লেখায় তাঁরা পটু ছিলেন, মার্কসবাদী নেতাদের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন অনায়াসে, স্কুল অফ পলিটিকস্ ও স্টাডি ক্লাসও পরিচালনা করতেন। তবুও লেনিনীয় মডেলে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে তাঁরা পারেননি। কারণ এজন্য যে সর্বহারা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি, বিচারপদ্ধতি এবং সকল কাজকর্মের ক্ষেত্রে, এমনকী দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, অভ্যাসের ক্ষেত্রেও উন্নত নৈতিক সাংস্কৃতিক মান আয়ত্ত করা দরকার, সেটি তাঁদের ছিল না। তাঁরা শুধু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন, নিজেদের কোনও সৃজনশীলতা ছিল না, রাজনৈতিক লাইনও ছিল ভ্রান্ত, এমনকী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, 'কমিউনিস্ট' সাইনবোর্ড থাকা ও কমিউনিস্ট শব্দাবলী ব্যবহার করা সত্ত্বেও, সিপিআই বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি থেকে উন্নত কিছু নয়, তখনই তিনি ভারতের মাটিতে সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত করা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সফল করার জন্য এদেশের মাটিতে লেনিনীয় মডেলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথার্থ বিপ্লবী দল এবং তার গণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনগুলি গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। এই সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, দুরূহ ও শ্রমসাধ্য। সূচনায় আমরা ছিলাম সংখ্যায় অত্যন্ত কম। কিন্তু কমরেড ঘোষের চিন্তাধারা এত শক্তিশালী এবং যুক্তিধারা এত ক্ষুরধার ছিল যে, বড় পার্টিগুলিও আমাদের উপেক্ষা করতে পারেনি। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তুতির দিনগুলি থেকেই কমরেড ঘোষ বারবার জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর জোর দিয়েছেন। আমার মনে আছে, ১৯৪৮ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠা কনভেনশনের শেষ অধিবেশনে, শ্রমিকশ্রেণীর একটি সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলার বিষয়ে লেনিনের শিক্ষাগুলি সম্পর্কে কমরেড ঘোষ বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন কীভাবে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিগুলিকে বিশেষ ও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের মতো একটি বহু ন্যাশানালিটি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী জনগণ অধ্যুষিত দেশে সকল অংশের শোষিত জনগণের মধ্যে নিজ নিজ জীবনধারা, সংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থান, বিশ্বাস প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে সংবেদনশীলতা, আবেগ অনুভূতি কাজ করে, কীভাবে ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে, যথাযথ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তাদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে হবে, সেটাও কমরেড শিবদাস ঘোষ মহান নভেম্বর বিপ্লবের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। রাশিয়াও ছিল একটি বহু ভাষাভাষী, বহু ন্যাশানালিটির জনগণ অধ্যুষিত বিশাল দেশ। বিপ্লবের আগেই লেনিনের নেতৃত্বে স্ট্যালিন, রাশিয়ার বহু জাতি সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সর্বব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, সকল জাতিগোষ্ঠী ও ন্যাশানালিটিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসেন, তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াতেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সকল জাতিগোষ্ঠীকে একটি রাষ্ট্রে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়।

বিপ্লব সফল করার পর লেনিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে, শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বকে, দেশের ভিতরের ও বাইরের সকল আক্রমণ থেকে রক্ষার কাজে ব্রতী হন। সেসময় সোভিয়েট ইউনিয়নকে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা বাইরে থেকে ঘিরে ভিতরকার প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তায় ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল, সেকথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এইরকম শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় লেনিন বাইরের কোন সহায়তা ছাড়াই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সর্বোপরি, মার্কসবাদের প্রাণসত্ত্বাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একদিকে ট্রটস্কিবাদী 'বাম' বিচ্যুতি, অন্যদিকে বুখারিনবাদী 'দক্ষিণপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সে সময় লেনিনকে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মার্কসবাদবিরোধী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চিন্তাধারাই ছিল এই দুই ধরনের বিচ্যুতিরই উৎস। বিপ্লবের আগেও লেনিনকে মেনশেভিকদের মার্কসবাদবিরোধী লাইনের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির একনায়কত্বের পাল্টা হিসাবে সমাজতন্ত্রে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এবিষয়ে মার্কসের বক্তব্য ছিল, ''পুঁজিবাদী থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্বটি হল বৈপ্লবিক রূপান্তরের পর্ব — যে পর্বে রাষ্ট্র সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।'' সর্বহারাশ্রেণী কীভাবে তার রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায়, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কস বলেছিলেন, ''মালিকশ্রেণীগুলির সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের দ্বারাই একমাত্র যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে; ...সামাজিক বিপ্লবের বিজয় ও তার মধ্য দিয়ে শ্রেণীগুলির বিলোপের চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বহারাশ্রেণীকে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করতেই হবে।'' এই নীতিগুলিকে লেনিন কেবল বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং এই নীতি অনুযায়ী বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছিলেন তাই নয়, মার্কসের এই বক্তব্যকে তিনি তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রে লাগাতার ও তীব্রতর শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করার উপর জোর দিয়ে কীভাবে বাস্তবে সর্বহারার একনায়কত্বকে প্রয়োগ করতে হয়, তার খুঁটিনাটি পর্যন্ত হাতেকলমে দেখিয়েছেন। লেনিনের কথায়, তিনি হচ্ছেন যথার্থ মার্কসবাদী, ''যিনি কেবল শ্রেণীসংগ্রামকেই স্বীকার করেন তা নয়, সর্বহারার একনায়কত্বকেও স্বীকার করেন। পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে রূপান্তরের পর্বে অসংখ্য রকমের রাজনৈতিক কাঠামো দেখা দিতে বাধ্য, কিন্তু সেগুলির বাইরের রূপ যাই হোক না কেন, মর্মবস্তুতে তা একই, অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্বই থাকবে .... সাথে সাথে গণতন্ত্রের বিপুল প্রসার ঘটবে, যেটা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম অর্থবানদের গণতন্ত্র না হয়ে গরিবের গণতন্ত্র, জনগণের গণতন্ত্র হবে। গণতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি উৎপীড়ক, শোষক ও পুঁজিপতিদের উপর সর্বহারা একনায়কত্ব ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য শোষকদের, পুঁজিপতিদের আমরা অবশ্যই দমন করি, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতাকে বলপূর্বক ধ্বংস করতেই হবে। বিপুল গরিষ্ঠ জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং জনগণের উৎপীড়নকারী ও শোষকদের ক্ষেত্রে বলপূর্বক দমন, অর্থাৎ তাদের জন্য গণতন্ত্র না রাখা — এই পরিবর্তনটাই গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ঘটে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্বে।

লেনিন আমাদের এটাও শিখিয়েছেন যে, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পরও, শ্রেণীসংগ্রামের রূপ বদলালেও সমাজের উপরকাঠামোর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ চিন্তা ও ভাবনাধারণার ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম সূক্ষ্মভাবে অব্যাহত থাকে। পুরানো সমাজের ভাবনাচিন্তা ও সংস্কৃতির যে রেশ জনগণের মধ্যে থেকে যায়,

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি স্ট্যালিনেরই অবদান’

পাঁচের পাতার পর

সেটাই বুর্জোয়া আদর্শকে খাদ্য জোগায়। লেনিন এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হওয়া বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার ও সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করার জন্য নিত্যনতুন প্রয়াস চালাচ্ছে। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমাদের দেশে বুর্জোয়াদের পরাস্ত করা হয়েছে, কিন্তু নির্মূল করা যায়নি ; এখনও তারা ধ্বংস হয়নি, সর্বস্বান্ত হয়েও যায়নি।’’ ....‘‘উৎপাদনের কিছু উপকরণ এখনও তারা হাতে রেখেছে, অর্থও তাদের আছে, সামাজিক যোগাযোগ তাদের এখনও রয়েছে। তারা পরাস্ত হয়েছে বলেই তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে শত-সহস্র গুণ। ... শোষিতদের বিজয়ী অগ্রগামী বাহিনী, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে পরাস্ত শোষকদের শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতায় পূর্বেকার সকল নজিরকে ছাপিয়ে গিয়েছে।’’ তিনি আরও দেখান যে, ‘‘আমরা পুঁজিবাদের শিকড়কে ছিন্ন করিনি, আভ্যন্তরীণ শত্রুর টিকে থাকার যেটা ভিত্তি, তাকে আমরা ক্ষইয়ে দিতে পারিনি। ওই শত্রুরা টিকে থাকে ক্ষুদ্র উৎপাদনের উপর’’ ....‘‘শ্রেণীগুলির বিলোপসাধন বলতে কেবলমাত্র জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের বিতাড়ন করা বোঝায়না, যে কাজটা আমরা আপেক্ষিক অর্থে সহজভাবে করেছি ; এর বিলোপ করা বলতে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদেরও বিলোপ বোঝায়। ... দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা অভ্যাস-আচরণ ও মানসিক ধাঁচার যে শক্তি, তার টিকে থাকার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল .... কেন্দ্রীভূত বৃহৎ বুর্জোয়াদের পরাস্ত করা কোটি কোটি ক্ষুদ্র মালিকদের পরাস্ত করার চেয়ে সহস্রগুণ সহজ ; অথচ এই ক্ষুদ্র মালিকরাই তাদের রোজকার, সাধারণ, চোখে না-পড়া, ছলনাময় ও নীতিহীন কাজকর্মের দ্বারা যে পরিবেশ তৈরি করে ঠিক সেগুলোই বুর্জোয়াদের প্রয়োজন এবং সেগুলোই বুর্জোয়াদের ফিরে আসার পথ প্রশস্ত করে দেয়।’’ ....‘‘ এই কাজটা পূর্বেকার (বৃহৎ বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার) কাজের চেয়ে অপরিমেয়ভাবে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, এবং যতদিন না এই কাজটি করা যাচ্ছে ততদিন সমাজতন্ত্র হবে না।’’এইভাবেই লেনিন পূর্বাহ্নেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, সোভিয়েট কমিউনিস্টদের এবং সোভিয়েট জনগণের মধ্যে যদি আত্মসন্তুষ্টি দেখা দেয়, শ্রেণীসংগ্রামকে তারা যদি শিথিল করে, তাহলে যেকোন উপযুক্ত মুহূর্তে বুর্জোয়ারা আবার ফিরে আসবে, পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

লেনিনের মৃত্যুর পর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করার সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন লেনিনের ছাত্র ও যোগ্য উত্তরসাধক স্ট্যালিন। লেনিনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের সময়ই স্ট্যালিন পার্টিতে লেনিনের উত্তরাধিকার বহন করার অঙ্গীকার নেন এবং বলেন, ‘‘আমাদের মধ্য থেকে লেনিনের চিরবিদায় আমাদের এই দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে যে, আমাদের পার্টির ঐক্যকে আমরা যেন চোখের মণির মতো রক্ষা করি। কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি, তোমার এই আদেশ আমরা কৃতিত্বের সাথে পালন করব।’’ কিন্তু ট্রটস্কির নেতৃত্বে ‘বাম বিচ্যুতি’র এবং বুখারিন, কামেনেভ, জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে ‘দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি’র যারা শিকার হয়েছে, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির নেতা-কর্মীদের মনে অবিশ্বাস ও অনাস্থা সৃষ্টি করে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য লেনিনবাদী নীতিগুলির বিপরীতে পুঁজিবাদের কাছে তাদের নিজ নিজ আত্মসমর্পণমূলক তত্ত্বগুলি গোপনে ছড়িয়ে দিতে থাকে। কিন্তু স্ট্যালিন দৃঢ়ভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং এক ধারাবাহিক আদর্শগত-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বলশেভিকবিরোধী তথা মার্কসবাদবিরোধী সকল রকমের তত্ত্ব ও ধারণাকে আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে পরাস্ত করেন এবং দেখান যে, ‘‘লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদ .... সাধারণভাবে সর্বহারা বিপ্লবের এবং বিশেষভাবে সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব ও কৌশলগুলিই হচ্ছে লেনিনবাদ।’’ লেনিনবাদের ভিত্তিগুলি কী — সেটা স্ট্যালিনই ব্যাখ্যা করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা, একজন বিরাট মাপের কমিউনিস্ট অথরিটি হিসাবে দেখা দেন। লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্ট্যালিন অতুলনীয় নিপুণতার সঙ্গে সকল বাধার মোকাবিলা করে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে সফল করেন, এবং দেশের ভিতরের ও বাইরের সমস্ত রকম প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টার হাত থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইউরোপের ‘সবচেয়ে পীড়িত’ রাষ্ট্র বলা হত, অতি অল্প সময়েই তা সকল ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটায়, এমনকী বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ ও আমেরিকাকেও ছাপিয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নই বিশ্বে একমাত্র দেশ হিসাবে দেখা দেয়, যে দেশ অর্থনৈতিক সঙ্কট, মন্দা, অতিউৎপাদন, বেকারি, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি থেকে মুক্ত, যে দেশে দুষ্কৃতীদের, সমাজবিরোধীদের অন্ধকার জগৎ নেই। ওই দেশে ক্রমান্বয়ে জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পাচ্ছিল, প্রকৃত মজুরি বাড়ছিল। চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ ও অন্যান্য কিছু বিষয় বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছিল। বৃদ্ধদের, মা ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল রাষ্ট্র। এই হল ইতিহাস। জার্মান ফ্যাসিস্ট আগ্রাসী বাহিনীর বিপুল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সেনাবাহিনী ও সোভিয়েট জনগণের গৌরবময় বিজয় নতুন ধরনের সোভিয়েট নাগরিকদের উচ্চমানের সমাজতান্ত্রিক মনোবলকেই প্রকাশ করেছিল ; সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদাকে শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল এবং সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম দর্শনরূপে সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল — যে সাম্যবাদের পথেই মানুষের শোষণমুক্তির সকল সংগ্রাম মিলিত হতে বাধ্য। ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন থেকে মানবজাতিকে রক্ষার সংগ্রামে প্রায় ২ কোটি সোভিয়েট জনগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল যে যুদ্ধে, সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে বেনজির দ্রুততায় স্ট্যালিন পুনর্গঠিত করেন, তা প্রত্যেককে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

কিন্তু স্ট্যালিনের জীবনাবসানের পর, যখন পার্টির নেতা-কর্মীদের ও জনগণের আদর্শগত-রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কব্জা করল, তখনই পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নেয়। পার্টির মধ্যে আদর্শগত চেতনার নিম্নগামিতার দিকটি স্ট্যালিন বহুকাল আগেই নজর করেন এবং ১৯৩৪ সালেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘মনের এসব বিভ্রান্তি (অর্থাৎ পুঁজিবাদের অবশেষ) এবং এইসব অ-বলশেভিক মনোভাব যদি পার্টির গরিষ্ঠ অংশের মধ্যে জায়গা করে নেয়, তবে খোদ পার্টিটাই গতি হারাবে ও নিরস্ত্র হয়ে পড়বে।’’ স্ট্যালিনের গাইডেন্সে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসও এই অনিষ্টকর শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আদর্শগত-সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মকে শক্তিশালী করার জন্য এবং বুর্জোয়া আদর্শ ও ব্যক্তিসম্পত্তির মানসিকতা, যা তখনও বিদ্যমান ছিল, তার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু তাঁকে এই সংগ্রামটি পরিচালনা করতে দেয়নি।

ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যখন ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ২০তম কংগ্রেসের রিপোর্টে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, তখন এই রিপোর্ট অনুধাবন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, ‘‘ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে তারা বাস্তবে তাদের লড়াইয়ের লক্ষ্য করে তুলেছে একজন ব্যক্তিকে — কমরেড স্ট্যালিনকে।’’ তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন যে, ‘‘২০তম কংগ্রেসের রিপোর্টে যেসব ত্রুটি দেখা গিয়েছে, সেগুলো যদি সময় থাকতে দূর করা না হয়, তবে তা শোধনবাদের সিংহদুয়ার খুলে দেবে।’’ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যখন স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করার জন্য, তাঁর স্মৃতি ও শিক্ষাগুলিকে জনমন থেকে মুছে দেওয়ার জন্য স্ট্যালিন সূত্রাকারে যেসব বক্তব্য রেখেছেন ও তাঁর যে নীতিগুলি বাস্তবের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত হয়েছে, সবকিছুকেই ভুল বলে অভিহিত করে বর্জন করার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে, তখনই কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের দ্বারা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরতে পারেন। তিনি দেখান যে, সমাজতন্ত্রের নামাবলী জড়িয়ে অত্যন্ত সুচতুরভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রক্রিয়াকে বিপথগামী এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করতে হলে, সাধারণভাবে সোভিয়েট পার্টি ও জনগণের মধ্যে স্ট্যালিনের যে প্রশ্নাতীত ভাবমূর্তি রয়েছে, তাকে মসীলিপ্ত করা ছাড়া ক্রুশ্চেভদের অন্য কোনও উপায় নেই। কমরেড ঘোষ এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ও গুরুতর আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ‘‘দ্বাবিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিন সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, প্রথমত, এসব পদক্ষেপের ফল দাঁড়াবে স্ট্যালিনকে একেবারে মুছে দেওয়া (ডিস্ট্যালিনাইজেশন), যার ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে বর্তমানকালের উপলব্ধিকেই চ্যালেঞ্জ করে বসা হবে .... বস্তুত, লেনিনবাদ সম্পর্কে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি ও ট্রটস্কিবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে উপলব্ধি নিয়ে আমরা বর্তমানে চলছি, সেটা স্ট্যালিনেরই অবদান। .... লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান মর্যাদার স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। .... তাই স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এককথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।’’ ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে টিটোর বিচ্যুতির ঘটনাকে কমিনফর্ম যেভাবে বিচার করেছিল, তার মধ্যে কমরেড ঘোষ ‘‘বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে আদর্শগত ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি’’ এবং ‘‘যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির’’ প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালের ঘটনা, তাঁর আশঙ্কাকে পুরোপুরি সত্য বলে প্রমাণ করেছিল।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর, আদর্শগত মতপার্থক্য-গুলির সমাধান করার জন্য মাও সে-তুঙ কিছু উদ্যোগ নেন। মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি মহাবিতর্ক শুরু হয়। প্রথমে ১২টি ও পরে ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হলেও, কার্যকরী কোনও ফল হয়নি। আজ এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাব না।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যেভাবে ক্রুশ্চেভচক্র ক্ষমতা কব্জা করল, এবং সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়াকে উল্টোপথে চালনা করল, তা দেখে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও সংশোধনবাদের অনুপ্রবেশে আশঙ্কিত হয়ে মাও সে-তুঙ ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন। সকল ধরনের বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিকে জনগণের চিন্তাপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি সমগ্র পার্টি, রাষ্ট্র ও চীনের জনগণকে জড়িত করে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন।

এই আন্দোলনটি প্রায় দশ বছর ধরে সারা দেশজুড়ে চলেছিল। দেশব্যাপী সমালোচনা-আত্মসমালোচনার একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবহার, নানা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন, কোনও কিছুই বাদ পড়েনি তার আওতা থেকে। আর এরই ফলশ্রুতিতে লিউ শাও-চি, তেং শিয়াও-পিং এবং অন্যান্যদের অনুসৃত সংশোধনবাদী লাইনকে দলের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয় এবং পুঁজিবাদী পথের ওইসব পথিকদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই অভূতপূর্ব সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অভিবাদন জানিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন, ‘‘আমি মনে করি, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে এবং চীন যেভাবে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করছে, তা সত্যিই ম্যাগনিফিসিয়েন্ট (যুগান্তকারী) ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়ার সর্বত্রই যেখানে কমিউনিস্টরা যথার্থই বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই এটা শিখবার বিষয়।’’

কিন্তু মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতবড় অবদান সত্ত্বেও কমরেড মাও সে-তুং এই সর্তকবাণী উচ্চারণ করতে ভোলেননি যে, ‘‘যারা পুঁজিবাদী পথে চলছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই দলের ভিতরে মুখ্য কাজ, কিন্তু সেটাই আমাদের লক্ষ্য নয়। বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা ও সংশোধনবাদকে দূর করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি সঠিক করা না যায়, তাহলে বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা দু'হাজার জন পুঁজিবাদী পথিককে দূর করা গেলেও, তাদের মতোই আরও চার হাজার জনের আবার যেকোন সময়ে উদ্ভব ঘটতে পারে। ... দুই শ্রেণীর ও দুই লাইনের মধ্যেকার সংগ্রামের সমাধান এক, দুই, তিন বা চারটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হবে না। .... ফলে শোধনবাদকে নির্মূল করার দায়িত্বের কথা, যেকোন সময় শোধনবাদকে প্রতিহত করতে পারার মতো ক্ষমতা যে আমাদের থাকা চাই, সেকথা মনে রাখতে হবে।’’

এখানে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের অসাধারণ নানা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখাতে গিয়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই দু'টি বিষয় হল, এক নতুন ধরনের ‘অর্থনীতিবাদ’ ও এক নতুন ধরনের ‘ব্যক্তিবাদ’, সমাজতান্ত্রিক সমাজেই যার আবির্ভাব। তাঁর নিজের ভাষায়, ‘‘ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সময় নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদ ও ‘মেটিরিয়াল ইনসেনটিভ’ এবং ‘বেনিফিটের দিকে সাধারণ শ্রমিকের ঝোঁক বাড়তে থাকে।’’ ‘‘বিপ্লব পরবর্তী যুগের অর্থনীতিবাদ শ্রমিকের মধ্যে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অর্থে বিপ্লবী কর্মী তৈরি হওয়ার পথে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের অর্থে, নিজের স্বাধীনতার বিকাশ ও অগ্রগতির অর্থেই যে ‘কমপ্লিট ডেডিকেশন’ ও ‘স্যাক্রিফাইস’ প্রয়োজন, তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুভব করার পথে বাধা সৃষ্টি করে।’’ ....‘‘এর ফলে উৎপাদন

আটের পাতায় দেখুন

পুঁজির শোষণের চরিত্র এখন সিপিএম নেতাদের চোখে পড়ে না

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ কী?

নয়া উদারনীতির (neo-liberal) জমানায় উন্নয়নের নিরিখ হল জিডিপি বৃদ্ধি অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি। বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনের সমবন্টন হচ্ছে কিনা সেটা দেখা হয় না। উন্নয়ন বা জিডিপি বৃদ্ধির কথাটা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও নানা গণমাধ্যম এমনভাবে প্রচার করছে যে, যেন জিডিপি বৃদ্ধি হলেই আপামর জনগণের অবস্থার উন্নয়ন হবে, আর উন্নয়ন হলেই মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে। এক ধরনের নেশার মতো উন্নয়নের অলীক আশার দ্বারা স্বল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তকে প্রভাবিত করে ব্যাপক জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে তারা চেষ্টা করছে। এখন এই আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধি (GDP) বলতে কী বোঝায়, সেটা দেখা যাক্। আগে অর্থনীতিতে মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবকে মাপকাঠি ধরা হত। নয়া উদারনীতি এসে এর বদলে জিডিপি-র হিসাব চালু করে। আগে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বা মোট জাতীয় আয় (GNI) বলতে বোঝাতো দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র আয়ের হিসাব। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে এই কথার দ্বারা দেশের সকল ব্যক্তির আয় বা ভোগের ব্যয়, সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে (C+G+I) বোঝাত। বর্তমানে ডব্লিউ টি ও-র জমানায় জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপাদন (GNP) কথাটা ব্যবহৃত হচ্ছে না। পরিবর্তে অন্য একটি কথা এসেছে — তাহল জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। এর অর্থ হল আমাদের দেশের অভ্যন্তরে দেশি-বিদেশি যা কিছু বিনিয়োগ হবে তাই আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র হিসাবে ধরা হবে। অর্থাৎ এই নীতিতে, ভারতের মাটিতে আমেরিকার বৃহত্তম পুঁজিপতি বিল গেটস বা জেনারেল মোটর-এর বিনিয়োগ বা উৎপাদন যা হচ্ছে, তা ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসাবে গণ্য হচ্ছে, যদিও তা জাতীয় আয় নয়। অপরদিকে এদেশের পুঁজিপতিরা বাইরে যা বিনিয়োগ করছে তাকে ভারতের জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসাবে ধরা হবে না। যদিও পুরাতন জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপাদনের (GNP) ধারণায় এগুলিকেও জাতীয় আয় হিসাবে ধরা হত। অর্থাৎ এই হিসাবের নিয়মানুযায়ী বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে যা বিনিয়োগ করবে এবং তা থেকে মুনাফা উঠবে তা সবকিছুই ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। তারা রাস্তা করবে, ব্রিজ করবে, তা থেকে টোল ট্যাক্স আদায় করবে। আর, এগুলি সবই ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসাবে গণ্য হবে। অথচ এদেশের পুঁজিপতিদের বিদেশে লগ্নি দেশের সম্পদ নয়। এর দ্বারা ঋণকে বা পরের সম্পত্তিকে কার্যত দেশের আয় হিসাবে দেখানো হয়। এখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান যুগে এই আয়ের প্রকৃতমূল্য না বাড়লেও টাকার অঙ্কে মূল্য বেড়ে চলে। ফলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি না হলেও অর্থমূল্যে আয়বৃদ্ধি দেখান চলে। এভাবেই আমাদের জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার দেখাচ্ছে, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির অধ্যাপক মাননীয় অর্থমন্ত্রীও একই পথের পথিক। অর্থাৎ প্রকৃত আয় বাড়ছে না, ঋণ বাড়ছে। অথচ তাকেই জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি বলে দেখান হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উৎপাদন বলতে নয়া উদারনীতির (neo-leberal) অর্থনীতিবিদ্‌রা কী বোঝাতে চাইছেন, সেটা বোঝা দরকার। কারণ এই উন্নয়নের প্রচারে তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলে হতদরিদ্র মানুষের কাছে তাঁরা এক মিথ্যা স্বপ্ন ফেরি করছেন। এদেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্র, গণমাধ্যম তারই প্রচার করছে। আর, বর্তমানে এ রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারও এই অলীক স্বপ্নের প্রধান ফেরিওয়ালা। অদ্ভুত হলেও সত্য যে, কংগ্রেস প্রবর্তিত এবং বিজেপি কর্তৃক উগ্রভাবে অনুসৃত এই নয়া উদার অর্থনীতির (neo-liberal economy) সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা হল সিপিএম নেতৃত্ব ও তাদের সরকার।

নয়া উদারনীতির উন্নয়ন তত্ত্ব

নয়া উদারনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নয়ন বলতে প্রধানত বোঝায় পুঁজিপতিদের মুনাফাবৃদ্ধি। মুনাফা বৃদ্ধিকে ঠিক রাখতে যেসব নির্ধারক দেখান হয়েছে বা বলা হয়েছে, তা হল (১) পুঁজির ক্রমবৃদ্ধি, (২) পুঁজি ও শ্রমিকদের অনুপাত (capital-labour ratio) ও (৩) প্রযুক্তির ক্রম উন্নয়ন (technical progress)। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা যেটার উপর জোর দিয়েছেন, তাহল, এই তিনটি নির্ধারকের মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে পুঁজির ক্রমবর্ধমানতা অক্ষুন্ন রাখা। কারণ প্রযুক্তির উন্নতি ঘটাতে গেলেও পুঁজির প্রয়োজন হবে, তাই পুঁজির এই ক্রমবর্ধমানতা কোন মতেই আটকানো যাবে না। 'Growth theory therefore accepts the fact that with or without technical progress, more capital goods will be required if there is to be growth'. (The fundamental growth equation, A Text Book of Economic Theory — A.W. Stonier & Doglas C Hague) অর্থাৎ উন্নয়নের তত্ত্ব এই কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে প্রযুক্তির উন্নতি হোক বা না হোক, যদি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই পুঁজির (মূলধনীপুঁজি) বৃদ্ধি প্রয়োজন। আবার এর সাথে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যদি শ্রমিক ও পুঁজির অনুপাত পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা বা শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। কারণ তখন মুনাফা আপেক্ষিকভাবে কমে যাবে। তাই এই অনুপাতকে ধরে রাখার জন্য আরও বেশি পুঁজিনিবিড় (capital intensive) শিল্প গড়তে হবে। এর অর্থ আরও শ্রমিক ছাঁটাই এবং এমন শিল্প গড়ে তোলা যাতে ন্যূনতম কর্মসংস্থান হয়, একেবারে না হলেই সবচেয়ে ভালো। তবে বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় না। এর ফলে যত উন্নয়ন হয় তত কর্মী ছাঁটাই হয়, বেকার বাড়ে। তাই উন্নয়ন ঘটলে মাথা পিছু আয় বাড়বে কিনা এই তত্ত্বের প্রবক্তারা তাও ভরসা করে বলতে পারেন না। 'If one is concerned with the income per head, there is no unambiguous answer. All will depend on whether conditions are such as to raise income more or less than the population is rising.' *(ibid)* অর্থাৎ কেউ যদি মাথাপিছু আয় নিয়ে চিন্তিত হন তবে তার খুব পরিষ্কার উত্তর নেই। সব কিছুই নির্ভর করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আয় কতটা বাড়ছে অথবা কমছে তার উপর। আবার আমরা জানি মাথাপিছু গড় আয় বাড়লেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয় না। এর দ্বারা উপরতলায় কিছু আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু নিচের তলায় গরিব মানুষ আরও গরিব হয়। অর্থনীতিবিদেরা গড় হিসাব করে দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে আড়াল করেন এবং মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক একটা অর্ধসত্য পরিসংখ্যান খাড়া করেন। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়নের অর্থ হল পুঁজিবাদের উন্নয়ন, মুষ্টিমেয়র উন্নয়ন, পুঁজিপতিদের মুনাফাবৃদ্ধি। এর সাথে বেকারদের কর্মসংস্থান, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যমোচন, মজুরিবৃদ্ধি ইত্যাদির কোন যোগ নেই। বরং এই উন্নয়নের ফলে জনজীবনের সঙ্কটগুলি আরও বাড়ে। অথচ এর উল্টোটা অর্থাৎ মিথ্যা কথাটাই সিপিএম নেতৃত্ব বারবার জনগণকে সত্য বলে বোঝাতে চাইছেন। আসলে আজকে তারা নিজেরা পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মুখপাত্র হিসাবে সামনে আসতে চাইছে। তারা এপথে এতদূর এগিয়ে গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের বুকে বসে অনিল বিশ্বাস বলছেন — 'পুঁজির কোন রঙ নেই।' দুনিয়ার সকল দেশে সবসময়ে বুর্জোয়াদের মুখপাত্ররা যেভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, পুঁজি সবকিছুকেই শ্রেণী সংগ্রামের ঊর্ধ্বে রেখে জনগণকে শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্বের নামে পুঁজিপতিদের গোলামে পরিণত করতে চেয়েছে, সিপিএম নেতৃত্বও তাই করছে। আজ তারা নিজেদের বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রকে গোপন রাখতে পারছে না। বামপন্থী আন্দোলন, জনস্বার্থ, অন্যায় ও শোষণবিরোধী মনকে নষ্ট করার জন্য সিপিএম নেতৃত্বের এই নির্লজ্জ ভূমিকার পরিণতি কী তা আজ সৎ বিবেকবান বামপন্থী কর্মী ও জনগণকে বুঝতে হবে।

পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন আজ আর সম্ভব নয়

সর্বহারার মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় পৌঁছেছে। এর দ্বারা কোন অর্থেই মানুষের আর কোন কল্যাণই সম্ভব নয়। তাই পুঁজিবাদের বিকল্প উন্নততর পুঁজিবাদ নয়, পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আজকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বেকারি এসব থেকে মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এছাড়া অন্য কোন পথে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের কথা যারা বলে তারা হয় জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলে, নাহলে নিজেদেরও ঠকায়, সমগ্র শোষিত জনগণকে ঠকায়। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন। সংবাদপত্রের পাতায় দেখছি সে দেশে প্রতিদিন প্রায় ১৫ হাজার মানুষ দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাচ্ছে। এশিয়ার সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশ জাপান ১৯৯৭-এর সঙ্কটের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গোটা বিশ্বের জিডিপি'র সাত শতাংশের ভাগীদারের অর্থনীতির আজ বেসামাল অবস্থা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি — দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া — সকলের একই অবস্থা। '৯৭-এর সঙ্কটের ভূত তাদের তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নামতে নামতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তাদের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি তাদেরই দেশের বাজার পাচ্ছে না। তাই অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ হয়েও লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগের জন্য তাদের ভারতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। প্রচলিত ধারণা হল, ভারতবর্ষের কমবেশি মাত্র ১২ শতাংশ লোকের উচ্চমানের ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে, সেই বাজারটা ধরাই তাদের লক্ষ্য। তাই ভারতের অর্থনীতি তুলনায় ছোট হলেও দুটি বিষয়ের (factors) জন্য এসব দেশ বা তাদের পুঁজিপতিরা ভারতে আসছে বা আসতে চাইছে।

এক, এসব দেশের পুঁজিপতিদের পরিষেবা বা মাঝারি ধরনের কিছু শিল্প পরিচালনার ক্ষমতা আছে। দুই, এরা তাদের মূল ভূখণ্ডে এ ব্যাপারে লাভজনকভাবে পুঁজিবিনিয়োগের জায়গা পাচ্ছে না।

সংস্কার ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন হতে পারে যে যতদিন না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে ততদিন শোষিত নিপীড়িত জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করা বা কর্মসংস্থান করার জন্য যে কোনরকম সংস্কারমূলক কাজের কি আমরা বিরোধিতা করব? নিশ্চয় তা নয়। যতদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন সরকারি ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক শোষিত জনগণের জন্য কিছু সংস্কারমূলক কাজ,

আটের পাতায় দেখুন

সি পি এমের অপপ্রচারের জবাব

তিনের পাতার পর

আইনের এই ধারাটি প্রয়োগ করতে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করছেন না কেন?

দশমত, সকলেই জানেন, পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি মাশুলবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু সেই নীতি পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু হওয়ার আগে ২০০০-০১ সাল থেকেই প্রয়োগ শুরু হয়েছে কেন ? এই জনস্বার্থবিরোধী নীতিটির প্রতি যদি সিপিএমের সমর্থন না থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে দ্রুতগতিতে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি এবং বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ প্রত্যাহারের দাবিতে অ্যাবেকা এবং এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই আপসহীন সংগ্রাম করে চলেছে। অ্যাবেকাই সারা ভারতের মধ্যে বোধহয় একমাত্র সংগঠন, যারা গত ২২ মার্চ পার্লামেন্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে এই জনস্বার্থবিরোধী আইনটি প্রত্যাহারে দাবি জানিয়েছে। আন্দোলনের প্রচারপত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ আইন তৈরি করার জন্য গঠিত পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য বাসুদেব আচারিয়া তো সিপিএমেরই সদস্য। তিনি এই আইনটি তৈরির সময় কী ভূমিকা পালন করেছেন। ঐ দলের সদস্যদের উপস্থিতিতেই পার্লামেন্টে তেমন কোন বাধা ছাড়াই পাশ হয়েছে আইনটি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই দলের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, তখন এই সর্বনাশা আইন বাতিলের দাবি না জানিয়ে সিপিএম চেয়েছে — 'পর্যালোচনা'। এসব কি প্রমাণ করে না যে, এই আইনকে শুধু সমর্থন নয়, তৈরি থেকে প্রয়োগ — সব ব্যাপারেই সিপিএম নেতৃত্ব রয়েছেন পরিচালকের ভূমিকায়?

কিন্তু কেন তাঁরা আজ এই দ্বিচারিতার পথ নিয়েছেন ? কেন তাঁরা এত মরিয়া? কারণ, আজ আর গ্রামের গরিব চাষী, শহরের বস্তিবাসী ক্ষুধাতুর মানুষের অব্যক্ত কান্নার শব্দ তাঁদের নাড়া দেয় না। আজ তাঁরা ক্ষমতা দখলে রাখার জন্য বিশ্বায়নের প্রভুদের খুশি করার পথ নিয়েছেন। উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষের শবদেহের উপর দেশীয় পুঁজিপতি ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার ইমারত তৈরিতে তাঁরা যে ব্যস্ত, সে কথা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। তাই সিপিআই(এম)-এর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংগঠক, কর্মী, দরদী তথা সাধারণ বিদ্যুৎগ্রাহকদের কাছে অ্যাবেকার আবেদন — এই অপপ্রচার ও দ্বিচারিতার বিরোধিতা করে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি রোধ করার জন্য দলমত নির্বিশেষে জনগণের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করে গণআন্দোলনকে তীব্রতর করুন, কোন অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। আন্দোলনের জয় হবেই।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেই আজ প্রধান লড়াই

ছয়ের পাতার পর

বাড়ানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকের যে আকাঙ্ক্ষা, তার মূলে কাজ করে ব্যক্তিগতভাবে সে বেশি করে সুযোগসুবিধা পাবে এই মনোভাব।'' ..... ''কিন্তু (সমাজতন্ত্রে) শ্রমিকসমাজের, সাধারণ মানুষের উৎপাদন বাড়ানোর প্রশ্নে মানসিক গঠন এবং চিন্তাপদ্ধতিটা এ'রকম হলে চলতে পারে না। তাতে শ্রমিকসমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঝোঁক দেখা দেয়।'' .... '' সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত পুরানো বুর্জোয়া সংস্কার এবং মানসিকতাই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে মানসিকতা সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজনকে 'মার্জ' করতে দিচ্ছে না, মিশে যেতে দিচ্ছে না।'' .... ''সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অর্থনীতিবাদ-ব্যক্তিবাদকেই আমি 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলেছি।''

''চীনের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মূল সমস্যাটি ধরার ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু সমস্যাটিকে পরিষ্কার তত্ত্বগত ভিত্তির উপর তাঁরা দাঁড় করাতে এখনও সক্ষম হননি।''

''সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়ের সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান লক্ষ্য হবে — ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের যে বিরোধাত্মক চরিত্র রয়েছে, তাকে মিলনাত্মকচরিত্রে রূপান্তরিত করা।'' অর্থাৎ, এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষ সঠিক মার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করে শুধু এই ধরনের সমস্যার উৎসমুখই চিহ্নিত করেননি, দেখিয়েছেন এই সমস্যার সমাধান কোন্ পথে এবং কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। তাঁর নিজের কথায়, ''এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে বিলীন করে দেবার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।'' এই হল তাঁর কথায় 'নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের নতুন মান' যা সর্বহারা বিপ্লবীদের অনুসরণ করতে হবে। কমিউনিস্ট নৈতিকতার এই উচ্চ মান অর্জনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার জন্যই তিনি বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নচেৎ, তিনি সতর্ক করেন, ''পুনরায় সংশোধনবাদ জন্ম নেবে এবং পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনতেই সাহায্য করবে।''

আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে অনেকেই খুব উদ্বিগ্ন। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন বক্তব্য সংক্ষেপ করতে। আমি আমার বক্তব্য এই ক'টি কথা বলে শেষ করতে চাই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা তারস্বরে প্রচার শুরু করেছিল যে, মার্কসবাদ অচল, সমাজতন্ত্র একটা সেকেলে ব্যবস্থা, এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। চীনের প্রতিবিপ্লবের ঘটনা এই উচ্চগ্রামের প্রচারে আরও শক্তি জুগিয়েছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই এটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, এই পিছু-হটা নিতান্তই সাময়িক এবং এর জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কোনওভাবেই দায়ী করা চলে না। সর্বহারা আদর্শের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কোনকারণেই বিজ্ঞানকে সেকেলে বা অচল বলে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। এই পিছু-হটার দায় আসলে, সময়ের দ্বারা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর বর্তায় না, বর্তায় আধুনিক সংশোধনবাদীরা তার যে বিকৃতি ঘটিয়েছিল তার উপর। এই আধুনিক সংশোধনবাদই হল আজকের যুগে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাই আমাদেরও আজকে এই নানা রঙের সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধেই প্রধানত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদী মতাদর্শ অনুসরণকারী সকল দলই আজ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে অধঃপতিত হয়েছে। এদের কাজই হল শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপস করা। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির এই ভয়াবহ বিপজ্জনক ভূমিকার কথা স্মরণ করেই স্ট্যালিন বলেছিলেন, ''আজকের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি হচ্ছে পুঁজিবাদেরই আদর্শগত পৃষ্ঠপোষক .... সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে পরাস্ত করা অসম্ভব।'' অর্থাৎ সকল রঙের আধুনিক সংশোধনবাদকে আদর্শগত, রাজনীতিগত এবং সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে হবে। পৃথিবী থেকে তার সমস্ত শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিতে হবে। প্রকৃত কমিউনিস্টদের পক্ষে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে এক মুহূর্তের জন্যও ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

বর্তমান অন্ধকারময় পরিস্থিতির মধ্যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্কটের পর্যায়ে, রূপালি রেখা নিঃসন্দেহে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যারা অগ্রগামী বাহিনী, তারা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটানোর লক্ষ্যে লেনিনীয় মডেলে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে উদ্যোগ নিচ্ছে, যেমন রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বলশেভিকস্। এই সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলিকে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সংহতি বাড়াতে হবে, নিজ নিজ দেশে সর্বহারা বিপ্লব সফল করার জন্য পারস্পরিক মতবিনিময় করতে হবে। আপনারা জানেন, বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা চালাচ্ছি। বিশ্ববিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার জন্যই আমরা এটা করছি। একথা বলেই আমি শেষ করছি।

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ !
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ !
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ !

পুঁজিবাদী পথে জনজীবনের উন্নয়ন আজ আর সম্ভব নয়

সাতের পাতার পর

কিছু রিলিফের জন্য বিপ্লবীরা সব সময়ে সচেষ্ট থাকে, তার জন্য গণআন্দোলনও গড়ে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হল — সিপিএম কি জনস্বার্থে সংস্কারমূলক কাজ করছে? নাকি নিছক মালিকশ্রেণীর স্বার্থ দেখছে? যদি ধরেও নেওয়া যায় তারা জনস্বার্থেই সংস্কারমূলক কাজ করছে তবে প্রশ্ন ওঠে এই সংস্কারমূলক কাজের ক্ষেত্রে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? একটি যথার্থ বামপন্থী দল এর দ্বারা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংহত করবে, না এর মৃত্যুকে, এর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে — এটাই হল মূল কথা। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শিক্ষক কমরেড স্ট্যালিনের এক অমূল্য শিক্ষা রয়েছে। তিনি বলেছেন — ''To a reformist, reforms are everything... That is why, with the reformist tactics under bourgeois regime, reforms are inevitably transformed into an instrument for strengthening that regime, an instrument for disintegrating the revolution. To a revolutionary, on the contrary, the main thing is revolutionary work and not reforms ; to him reforms are by-products of the revolution. That is why, with revolutionary tactics under the bourgeois regime, reforms are naturally transformed into instruments for disintegrating this regime, into instrument for strengthening revolution.'' (Stalin — Problems of Leninism) এর মর্মার্থ হল, সংস্কারবাদীদের কাছে, সংস্কারই সব; সেই কারণে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সংস্কারবাদীদের সকল কর্মসূচিই নিশ্চিতভাবে একদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং বিপ্লবকে দুর্বল করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। অপর পক্ষে বিপ্লবীর কাছে মূল কথা হল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, সংস্কার নয়। তার কাছে সংস্কার হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক একটি কর্মসূচি। সেই কারণে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বিপ্লবীদের সংস্কার আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই একদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ভাঙার ও অপরদিকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার হাতিয়ার। অথচ, মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে অনিলবাবু, বুদ্ধবাবুরা উল্টোটাই করছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন সংস্কারের নাম করে তাঁরা পুঁজিবাদকে শক্ত করার চেষ্টা করছেন। আমরা আগেই দেখেছি, মার্কস তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণে প্রমাণ করেছিলেন যে, পুঁজি হল একটি সামাজিক উৎপাদন। পুঁজি আকাশ থেকে পড়ে না। কোন অলৌকিক ক্ষমতায় পুঁজি এসে পুঁজিপতিদের হাতে জমা হয়নি। Unpaid labour থেকেই এর সৃষ্টি। অর্থাৎ শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত মূল্যের যে পাহাড় গড়ে ওঠে তারই মধ্য থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীর পুঁজি ও লভ্যাংশ তৈরি হয়। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় ঘটেছিল লুঠপাট, জলদস্যুতা ও ক্রীতদাসদের শ্রম লুণ্ঠনের রাস্তায়। লক্ষ কোটি শ্রমিকের বঞ্চনা, চোখের জল, নিপীড়নের মধ্য থেকেই পুঁজির জন্ম। পরবর্তীকালে লেনিন দেখিয়েছেন, শিল্পপুঁজি কীভাবে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে।

সিপিএম নেতৃত্ব আজ পুঁজিবাদের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে

সিপিএম নেতৃত্ব যে বলছেন, ''পুঁজির কোন রঙ নেই'', সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের কয়েকটি কথা ভেবে দেখতে আমরা অনুরোধ করি। এস ইউ সি আই-এর সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও এবং আমরা সিপিএমকে সঠিক কমিউনিস্ট দল মনে না করলেও আমাদের দল তাদের বামপন্থী বলে মনে করে। নেতৃত্ব যে নীতিই নিন, আজও বহু সৎ বামপন্থী মানুষ এই দলের সঙ্গে আছেন। অতীতে যখন সিপিএম ক্ষমতাসীন হয়নি তখন তাঁরা আমাদের সাথে বহু গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। সে আন্দোলনগুলিকে তাঁদের নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত ব্যালট বাক্সে পুরে শেষ করেছেন। আমাদের দলের কমরেডদের সাথে সিপিএমেরও বহু কর্মী জেলে গেছেন, মারও খেয়েছেন। তখন তাঁরা কংগ্রেস সরকারের মালিক তোষণ নীতির প্রতিবাদ করতেন। বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করতেন। অথচ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (FDI) কথা ঘোষণা করছে, তখন সিপিএম নেতৃত্ব নিছক বিবৃতি দিয়ে তার বিরোধিতা শেষ করছেন। আর সেই সিপিএম নেতারা দেশি-বিদেশি বৃহদায়তন লগ্নিপুঁজিকে এ রাজ্যে আহ্বান করছেন, তার গায়ে উন্নয়নের তক্মা এঁটে তাকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করছেন। তাঁরা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির তাঁরা বিরোধী নন তবে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করবেন। অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধির সাথে তাঁদের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে নেতৃবৃন্দ সৌজন্য বিনিময় করছেন। আজ সিপিএম নেতারা 'পুঁজির কোন রঙ নেই' বলে ঘোষণা করছেন। আমাদের আবেদন, দলের পুরাতন কর্মীরা ভেবে দেখুন — একদিন যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর আস্থা রেখে আপনারা শোষণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা থেকে নেতৃত্ব ও দল আপনাদের কোথায় নিয়ে চলেছে! যে গণআন্দোলন, যে লড়াইয়ের রক্তাক্ত পথ বেয়ে দল বড় হয়েছে, ক্ষমতায় আসার পর সেই লড়াইয়ের ফল আত্মসাৎ করে আজকে নেতৃত্ব সেই গণআন্দোলনেরই চরম বিরুদ্ধাচরণ করছে। কংগ্রেসের মতোই আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তারা গণআন্দোলনের উপর লাঠি-গুলি চালাচ্ছে।

আমরা জানি বিশেষ একটি দল বা নেতৃত্ব আদর্শচ্যুত হলেই আদর্শের মৃত্যু হয় না। এক লড়াইয়ের ফল ব্যর্থ হলেও লড়াই শেষ হয় না। আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনারা পক্ষপাতশূন্য মন নিয়ে বিচার করে দেখুন, একমাত্র দল এস ইউ সি আই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে আপস না করে প্রতিদিন জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস, বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক গণআন্দোলন করে যাচ্ছে। এস ইউ সি আই সংগঠকরা জেলে যাচ্ছে, শহীদ হচ্ছে। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কৃষি থেকে বিদ্যুৎ সর্বক্ষেত্রেই একটি একটি করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইঁট গেঁথে গণআন্দোলনের ইমারত গড়ে তুলছে, যার উদ্দেশ্য আগামীদিনের মুক্তি আন্দোলনের পাদপীঠ গড়ে তোলা। এ দলের আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আপনারা যদি জনগণের যন্ত্রণার শরিক হন তাহলে এই পথই আপনার পথ, সমস্ত মুক্তিকামী সংগ্রামী জনগণের পথ।

● কৃষিতে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার ● ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর হিংস্র পুলিশি আক্রমণের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষী অফিসারদের কঠোর শাস্তি ● আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে

৩ জানুয়ারি কলকাতায়

অ্যাবেকার ডাকে আমরণ অনশন

স্থান ঃ এসপ্ল্যানেড (মেট্রো সিনেমার বিপরীতে) জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in